# WE SHALL OVER COME

E - MAGAZINE
BY
DEPARTMENT
OF
JOURNALISM AND MASS COMMUNICATIION
SURENDRANATH COLLEGE

সুমহান ঐতিহ্যশালী সুরেন্দ্রনাথ কলেজের সাংবাদিকতা বিভাগের পক্ষ থেকে কলেজের মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, জি বি মেম্বার, সকল অধ্যাপক অধ্যাপিকাবৃন্দ, কলেজের ছাত্র সংসদ সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই অভিনন্দন, আমাদের তৈরী এই ই- পত্রিকাটি দেখতে ও মতামত দিতে অনুরোধ জানাই। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।

নমস্কার

Department of
Journalism & Mass Communication
Surendranath College

কোভিড ১৯ বা করোনা ভাইরাস এখন পৃথিবীতে সবচেয়ে আলোচিত একটি বিষয়। এটাও নির্দ্বিধায় বলা যায় গণমাধ্যমের ভাষায় সবচেয়ে বেশী স্পেস ও ফুটেজ খেয়েছে এই মারন ভাইরাসের লেখা ও ছবি। সংবাদপত্র বলুন আর নিউজ চ্যানেল সবসময়ই করোনার খবরের আপডেট আর ছবিতে ভরিয়ে দিচ্ছে । সত্যিই করোনার ধাক্কায় এই নিরন্তর লকডাউন আমাদের নকডাউন করে দিচ্ছে।

২০২০ সালের গোড়ার দিক থেকেই এই মারন ভাইরাসের খবর ইতি উতি উঁকি মারছিলো। মানুষও মরছিলো অল্পবিস্তর। যেমন এবছরের ২৪ মার্চ রাত ৮ টার ভাষনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যখন মাত্র ৪ ঘন্টার নোটিশে দেশব্যাপী ২১ দিনের প্রথম লকডাউন ঘোষনা করলেন তখন পৃথিবীতে মোট করোনা রোগী ২৭৩৬৬৯ আর মৃত ১৭২২৬ ও সুস্থ হয়েছিলেন ১০৩৭৪৮ ।ওইদিন যে দেশে করোনার উৎপত্তি বলে মনে করা হচ্ছে সেই চীনে মোট করোনা রোগীর সংখ্যা ছিলো ৮১১৭১ ও সুস্থ হয়েছিলেন ৭৩১৫৯। এই সম্পাদকীয় লেখা পর্যন্ত বিশ্বে করোনা রোগীর সংখ্যা ছিলো ৮২০৩৪৫৪, সুস্থ হয়ে ওঠা মানুষ ৪২৭৪২৩৭ আর মৃতের সংখ্যা ৪৪৩৫৯৯ । আমাদের দেশে এই সংখ্যা আক্রান্ত ৩৪৪০৯১, মৃত ৯৯০০ ও সুস্থ হয়েছেন ১৮০০১২ জন। এসব তথ্যই হু এর এবং ভারতের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের। এবার এই তথ্যের কচকচি থেকে বেরিয়ে আমরা বাস্তব চিত্রটা তুলে ধরার চেষ্টা করি। দেশে চতুর্থ দফার লকডাউন চলছে, চলছে সরকার ঘোষিত আনলক ওয়ানও। রোগীর সংখ্যাধিক্যতা মেনে রেড কন্টাইনমেন্ট জোন, অরেন্জ জোন আর গ্রীন জোন তৈরী হয়েছে। আনলকের নিয়ম মেনে শিথিল করা হয়েছে পূর্বে আরোপিত নিয়ম-কানুন। বেশ কিছু শব্দ আজ আমাদের ভীষনই চেনা। সোস্যাল ডিসট্যান্সিঙ, পিপিই, মাস্ক, গ্লাভস ও আরো অনেক কথা আমরা অহরহ ব্যবহার করছি। এই সুযোগে আমরা আমাদের ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী, পুলিশ সহ সকল করোনা মোকাবিলার সামনের সারির যোদ্ধাদের অন্তরের অন্তরস্থল থেকে শ্রদ্ধা জানাই। অভিনন্দন জানাই মারন ভাইরাসের খবর থেকে বেঁচে ফিরে আসা মানুষজনকে এবং যারা করোনার থাবায় চলে গেলেন না ফেরার দেশে সেই অমর শহীদদের জানাই আমাদের অশ্রুসজল প্রনাম। হ্যাঁ তারা তো শহীদই। বিশ্বব্যাপী এই করোনা ভাইরাস তো এক কেমিক্যাল যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিয়েছে আমাদের, যার থেকে রক্ষা পায়নি ব্রিটেনের যুবরাজ চার্লস থেকে বিশ্ববিখ্যাত খেলোয়াড়, হলিউড ব্যক্তিত্ব, রাষ্ট্রপ্রধান থেকে আম আদমী। হুঁ ঘোষিত এই প্যানডেমিক আমাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে রুদ্ধ করেছে। শিক্ষা ব্যবস্থা আজ অনলাইন ক্লাসে পরিনত হয়েছে। মানুষের রুজি রোজগার থমকে গেছে। আমোদ প্রমোদ, আচার অনুষ্ঠান, সভা সমাবেশ, মেলামেশায় রাশ টানা হয়েছে রাষ্ট্র দ্বারা। ছোট্ট শিশু থেকে বৃদ্ধ বৃদ্ধা সবাই আজ ঘরবন্দী থেকে পরিত্রান চাইছে। মৃত্যুভয় গ্রাস করছে মানুষকে। লকডাউন থেকে মুক্তি পেয়ে মানুষ কবে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরবে, এই প্রশ্নটাই আজ বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে। কোটি কোটি পরিযায়ী শ্রমিক কাজ হারিয়েছে। বাড়ী ফিরতে চেয়ে দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছে অনেকে। সব মিলিয়ে দেশের অর্থনীতিতে চূড়ান্ত আঘাত হেনেছে এই কোভিড ১৯ ।
বিশ্বব্যাংক ও আই এম এফের হিসাবে ভারতে প্রথম ২১ দিনের লকডাউনে ৩২০০০ কোটি টাকা প্রতিদিন লস হয়েছে। জিডিপি হু হু করে নামছে। আগামী দিনে দেশে কাজ হারাতে চলেছে ১৪ কোটি মানুষ। বিশাল ধাক্কা খাবে সরকারের আয়, ভ্রমন শিল্প। চাহিদা যোগানে ভাটা পড়বে, ক্রেতার অভাব থাকবে। খাদ্যসঙ্কট দেখা দেবে। ১৯৯০ এর পর গত তিন দশকের সর্বনিম্ন হয়ে যাবে উন্নয়ন।

এর বিপরীতে প্রধানমন্ত্রী ঘুরে দাড়ানোর জন্য ২০ লক্ষ কোটির এক আর্থিক প্যাকেজ ঘোষনা করেছেন যা দেশের মোট জিডিপির ১০ শতাংশ। তবে তাতে কতটা অভাব পূরন হবে বোঝা যাচ্ছে না।
তবে এই লকডাউনের ফলে আমরা প্রকৃতিতে কিছু পরিবর্তন দেখছি। জলবায়ু দূষন অনেক কমে গেছে। অনেক পশু পাখির অবাধ বিচরন দেখা যাচ্ছে। এছাড়া আমরা পরিবারের সাথে অনেক বেশী সময় দিতে পারছি।

পরিশেষে একথাই বলা যায় একদিন পৃথিবী করোনামুক্ত হবে ও আমরা স্বাভাবিক জীবনে ফিরবো । যদিও এখনো রোগটি বেড়েই চলেছে এবং আশু মুক্তির কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। প্রতিকারের ঔষধও এখনো বের হয়নি তবুও বলবো উই শ্যাল ওভারকাম।

অধ্যাপক দেবাশীষ চ্যাটার্জী
Department of
Journalism & Mass Communication

# Lockdown : A route to reuniting

In the recent times of lockdown initiated by the Covid-19, daily human life has been basically put into a state of coma , the recovery from which is still uncertain.In such a situation of uncertainities and widespread panic there has been however a major improvement in certain areas of the society.One of the benefactors of the lockdown situation are the younger generations of the society.

In the contemporary lifestyle of people,where everyone races against time and everyone's goal is to maximize profit at the expense of spending time with their loved ones and nurturing their personal relationships, the lockdown has frozen the rush and locked up people in their homes.As such people have a larger amount of time on their hands to spend quality time with the children and the younger members of the family.In the present day scenario in the absence of the necessary amount of guidance ,care and love from both parents caused by the rush of the contemporary lifestyle ,children become vulnerable to various anti social tendencies,pressure caused from overwhelming amounts of schoolwork and expectations from family and peers ,throw them into the clutches of,psychological problems which worsen with age ,and make them prone to a mentally and physically unhealthy teenage and adulthood.However in the current scenario ,the bleak situation has been shone some light upon.With the prevailing lockdown both children and parents have gained time to let go of the massive pressure and workload of their daily normal lives and take things easy.In the present situation parents can spend a larger amount of quality time with their children,this allows both the children and parents to open up to each other.In this way both the sides get the opportunity to know each other's problems and strengthen their bonds even further. This helps the parents to care about their children even more at a psychological level,and helps the younger ones confront and open up about their problems.

Sucharit Chatterjee (II sem,JORA)

Isha Bhakta (II sem,JORA)

Siuli Biswas (II sem,JORA)

**Interview with**
# MOST DEADLY PSEUDO-ALIVE ORGANISM

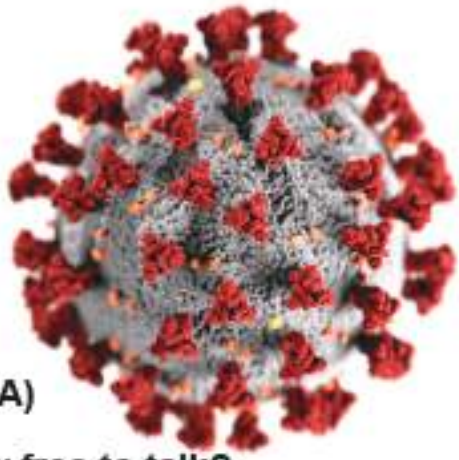

**An interview by Bidesh Bhowmick (II sem,JORA)**

**1. Hey Covid-19! Good After Noon. Are you now free to talk?**

Yes. Good after Noon.

**2. Thank You for giving your important time. Ok so tell me what is your actual name? I see in different country you called by different names.**

Oh!
Ok. Let me explain, we constitute the sub-family Orthocoronavirinae, and in the family Corona Viridaeorde, Nidovirales and Realm Riboviria. Actually we have a main family there is hundreds of my brothers they are worked in different field in different country. Two of them are most deadly 1.SERS-Cov who also born in China, 2002 & 2.MERSCov born in Arabia, 2012 and then in 2019 I born in China and they give me the name SARS-Cov-2. And I love this one because we have great relation with China from many years.

**3. So you are third one? And tell me about you ancestor.**

No I am the seventh and most dangerous among all. There are four for but they infect mid-symptoms like cold, flue and the SERS-Cov born in 2002 and became quite famous in China, Vietnam, Bangkok, and Hanoi in 2003 and passed-away in 2004 and took one life at Bangkok. And another MERS-Cov had born in animal (Camel, Cat, Pig, and Bat) body at Saudi Arabia in 2012. Our ancestors are so ld. In 1960 they had born at United Kingdom and United States in human body. From then before me only seven people were infected.

**4. How to came in human life in 2019?**

I heard that researchers are saying that we came from wild animals for killing them and selling as food. And that's true.

**5. Is it like revenge?**
Yes, You can say. Actually every living being are element of nature and they innovated by nature. But the present human society is not taking care of Nature. I know some of them are really love nature but rest of them are so cruel and
the thin about only their luxuries.

**6. Ok, so you are a living being?**

No, we are not a living being. And no viruses are living being. Actually we are "Pseudo-Alive". I heard Eric Mendenhall, Professor of Biological Science at University of Alabama state that.

**7. Is it firs time for family of corona a largest outbreak all over the world?**

Yes, across the world this is first time. And W.H.O declared as pandemic. But in 2015 at Korea it was also largest outbreak but not like this time. In 2015 the spread through an Arabian traveller.

**8. Are you happy with the declaration of W.H.O?**

Yes. You can check in every hundred years there is a virus occurred a pandemic situation. And this time we the Corona family member. And this is like an event some time we jumps to human and it called it 'Spill-Over Event'.

**9. Did you face any security issue while entering to the human body? How you all are entering till now after a tight security system?**

No. Actually we have a passcode to break this security system. Every virus usually enters the cells through a protein our cells have on their surface. As usual we before that using a protein called ACE2, which is on the surface of the cells in our lung, throat an intestinal tract. We requires a host to even begin to function however, Since they use DNA or RNA to pass the information to the next round of viruses cells makes for them.

**10. Ok. I am very glad to know about you in brief thank you. And my last question, till now what is the situation?**

Till now there is no antibiotic which can fight against us bravely. Some medicines are found I hear but they are not so powerful. "Need a deadly antidote to fight against a deadly virus ok!" Till then we are still here. All over the world we are in 212 country and territories. And total case 3,503,311 (World) [39,980 in India], Total Death 245,151 (World) [1323 in India], Total recover 1,128,958 (World) [10,819 in India] and among total cases 2,078,311(midsymptom) & 50,891(serious) [27,838 in India]

(*information from different web portal and Wikipedia)

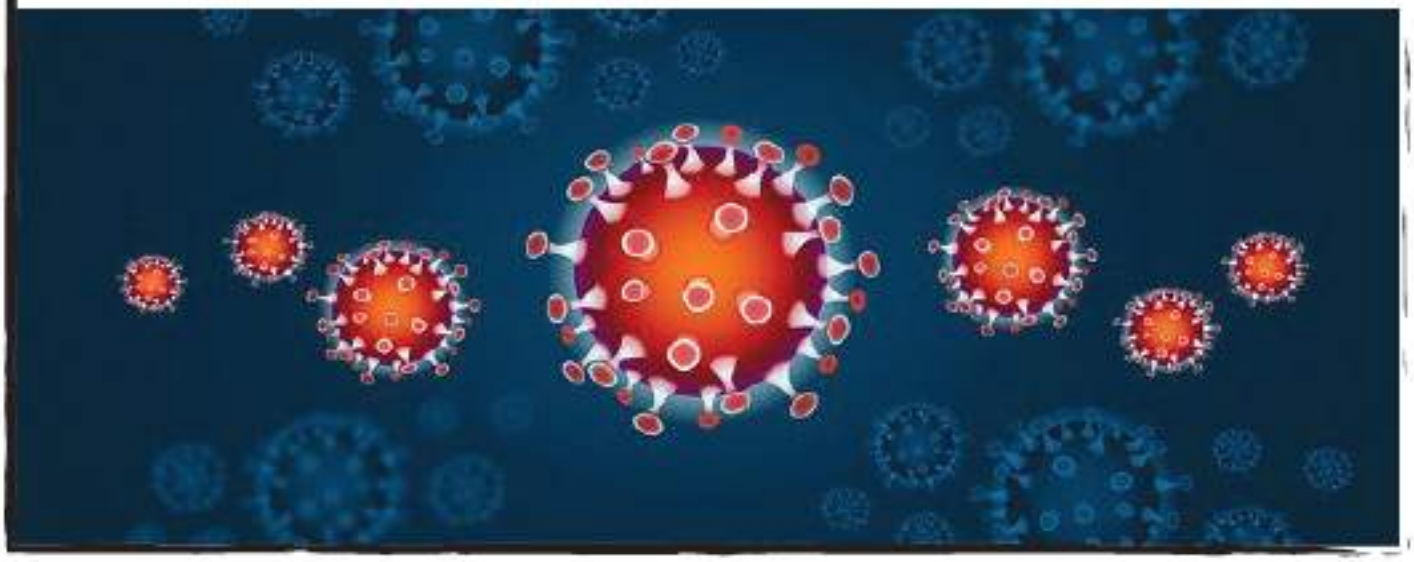

# অনেকটা নিলেও কিছুটা দিয়েছে

করোনা অনেক কিছু নিয়েছে কিন্তু অনেক কিছু দিয়েছে এই মারণ ভাইরাস ! হয়তো বিশ্বের অনেকগুলো প্রাণ কেড়ে নিয়েছে মারণ ভাইরাস কিন্তু অনেক অনেকগুলো দিন ছিনিয়ে নিয়েছে এই মারন ভাইরাস কিন্তু ঝুলি উপুড় করে যে অনেক কিছু দিয়েছে সে হিসেব কষে দেখবেন না? ভাবুন তো এই জীবন নিয়ে তিতি বিরক্তি আপনি যখন একঘেয়েমি জীবন যাত্রা অফিস এবং ব্যবসা নিয়ে ক্লান্ত হঠাৎ আপনার সামনে এল সৌজন্যে এই মারণ ভাইরাস ! স্ত্রীর সাথে শেষ কবে গল্প করেছেন? শেষ কবে ভাই বোনেরা আড্ডা মেরেছেন? এসব আবার অপ্রত্যাশিতভাবে ঝালিয়ে নেবার সুযোগ করে দিয়েছে করোনা! আর প্রধান যে দুটো জিনিস দিয়েছে সেগুলি হলো -

১.ইদানিং যেদেশে আপনি দাঙ্গা দেখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন তাকিয়ে দেখুন সেই দাঙ্গাবাজরা আজ কোয়ারেন্টাইন এ গৃহবন্দী .
পুলিশ তাদের জেলে না ভরতে পারলেও ঈশ্বর কিন্তু তাদের জেলে পুরে দিয়েছে ন ওই যে বলে না ভগবানের মার. এদিকে টিভি চালান হিন্দু-মুসলিম নিয়ে প্রাইম টাইমে আগুন জালানো উচ্চ কণ্ঠস্বর সাংবাদিকরাও আজ অন্য আলোচনায় ব্যস্ত. কত উঁচু রাম মন্দির হবে কি কত ছোট বাবরি মসজিদ হবে সেসব নিয়ে গ্রাফিক্যাল প্রেজেন্টেশন হাঁকিয়ে বসা সাংবাদিকরাও আজ একটা অতি ক্ষুদ্র ভাইরাস নিয়ে প্যানেল সাজাচ্ছেন! মন্দির বা মসজিদ এর এক টুকরো ইটের কণার থেকে ও ছোট্ট এই ভাইরাস বদলে দিল গোটা সিনারিও টা.

২. পাশাপাশি যে মানুষগুলো বাঁচতে চাইতেন না একটু অন্য ভাবে ভাবুন যারা কখনো সিলিং ফ্যানের ওরনা ঝুলানোর চেষ্টা করেছেন , মেট্রো রেলে ঝাঁপ দেওয়ার অপেক্ষায় থাকতেন কিংবা বিষের বোতল এনে ড্রয়ারে রেখে দিতেন আজ হঠাৎ তারাও বাঁচতে চাইছেন বেঁচে থাকার লড়াই তে নেমেছেন আসলে বেঁচে থাকার কারণ হারিয়ে ফেলা মানুষ গুলো আজ হঠাৎ এসে বেঁচে থাকার কারণ খুঁজে পেয়েছেন! করো না কে হারাতে হবে যে.. তার আগে তো মারা গেলে চলবে না! আমার মৃত্যু মানে তো করো না র জি ত!! তাই সিলিং ফ্যানের ওড়না খুলে না ক ঢেকেছেন তারা!
আর ড্রয়ারের বিষের বোতলের জায়গায় নিয়েছেন অ্যালকোহল বেস স্যানিটাইজার অনেক জীবন নিলেও অনেক জীবনকে নতুন ভাবে বাঁচিয়ে দিয়েছে চীনের 'উহান ' থেকে আগত এই ভাইরাস!
করোনা আমাদের অনেক শিক্ষা দিয়েছে করো না একটা ছোট্ট ক্ষুদ্র ভাইরাস যাকে নাকি চোখে ও দেখা যায় না!

Debayan Chatterjee (II sem,JORA)

# IMAGINARY INTERVIEW WITH CORONA VIRUS

In the isolation ward while checking the health conditions of the covid-19 patients, i got the deadly corona virus floating in the air up for a few questions. Thank god i was putting on my safety suit or this would have been my last interview.

**1. Is your name only Corona or you have any full name?**

Corona: Hey mate, i am SARS-Cov-2 but people call me corona by short. Corona is actually the name of my dynasty where i belong.

**2. where do you came from?**

Corona : Well, your creed said that, i have 96% gene simillarity with those of bats but i don't know. Since i was able to see, i was in air.

**3. Do You have a family or any friends?**

Corona : Yeah, i have my mom, dad and a cute little sister. Our family lived inside the Chinese visitor who recently visited kolkata. My friends travelled to other continents after we seperated in
China.

**4. So where is your family now?**

Corona : You see, we all have a job to carry, to infect as much persons as we are capable of. When this Chinese man sneezed, i got out to carry the responsibility of my dynasty along with the sneeze droplets and got attached to that man in ventillation right there. I never met my family after that. Hope they had been doing fine in their respective victim's body.

**5. Heard about your friends?**

Corona : Yeah, i heard they had been doing well. They became quite popular in USA and Italy after China. I am proud of them.

**6. Out of all the animals why you choose us humans to infect and torture the most?**

Corona : You know we never choose any breed, we are, who we are genitically and our genes ar compatible majorly with you humans. Besides the torture you people do on mother Earth every single day is nothing in front of our torture. So accept this pandemic as your karma.

**7. You were not such a dangerous virus as i read. How do you became this much fatal?**

Corona : Well, you see i am still not that much fatal. It is the stupid people, who are making my dynasty fatal. If they follow the procedures by the government well, we would never stand a chance but, the nations are full of covidiots as you know. Besides evolution during the ages also gave us an immune boost to the old antibiotics.

**8. So, what are your further plans?**

Corona: I don't have any further plans mate. I think, i will die in the next few hours in this isolation ward. I have no body to move on and you are also well protected otherwise i could have taken shelter in your body.

**9. You don't seem afraid or terrified about your death. Why?**

Corona : Oh i was never afraid of my death. I knew what i signed up for. I have done my job sincerely and now i can die peacefully.

**10. Don't you regret what you did?**

Corona : We all are in a war mate. And in war, both sides are right in their perspectives. All organism want to survive at any cost, so is what we are doing. I have no regret what i have done.

Goodbye mate, it was nice to meet you.

**An interview by Rohit Niyogi (II sem,JORA)**

**Wall Painting, Lockdown 2020**
Aliviya Sikder (II sem,JORA)

# LOCKDOWN

Bornali Biswas (II sem,JORA)

# //কিছু প্রশ্ন//

Rohit Niyogi (II sem,JORA)

সেদিন তো হঠাৎই দেখা হয়েছিল মিনি আর কাবুলিওয়ালার। সত্যিই কি ভেসে গেসলো সময়ের নোনা স্রোতে তাদের মিষ্টি বন্ধুত্ব ? রতন আজও তো ডাগর চোঁখে অপেক্ষা করে পোস্টমাস্টারের। কিন্তু পোস্টমাস্টার কি আর ফিরবে কোনোদিন রতনের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে ? বলাই এখন তার বাবার কাছে থাকে। যে শিমূল গাছটিকে সন্তানতুল্য স্নেহে আগলে রাখতো সে, আর কখনো কি ফিরেছিল তার ছাওয়াতে ? সৃজুতের খবর পাই না বহুদিন। সে কি আজও খুঁজে বেরায় সেই নারীমূর্তি ক্ষুদিত পাষাণে, নাকি শহরের ব্যস্ত জীবনে সে নিজেকেই হারিয়ে ফেলেছে? বিয়ে করার স্বপ্ন দেখেছিল বেহারি আর বিনোদিনী । বেহারি কি আজও বুঝেছে কেনো পালালো বিনোদিনী, নাকি মিছে রাগেই গুমরে মরে সে ? চারু আর অমলের সম্পর্কে ছারখার হয়ে গেসলো ভূপতি।

কিন্তু নিজের কষ্ট সরিয়ে "চরিত্রহীন" তকমার আড়ালে থাকা চারুর চাহিদা কোনোদিনও জানতে চেয়েছিল সে? লাবণ্য জানতো অমিতের সাথে তার সংসার টেকার নয়। শুরুতেই তার পরিনিতি মেনে নিয়েছিল সে। কিন্তু অমিত কি মানিয়ে নিতে পেরেছিল কেতকীর সাথে তার বাকি জীবন? মৃণাল ছেড়ে চলে গেছিল তার স্বামীকে। মৃণালের শেষ চিঠিতে তাদের বৈবাহিক সম্পর্কে ইতি টেনে, নতুন মৃণাল কে আবিষ্কার করার পথে পা বাড়ায় সে। সে কোনদিনই বোঝেনি তার স্বামীর অভিযোগগুলো। কিন্তু তার স্বামী কি বুঝেছিল মৃণালের সাথে বিন্দুর মাতৃতুল্য সম্পর্ক, তার ভালোবাসাগুলো? দামিনী ভালোবেসে ফেলেছিল শচীশকে। নাস্তিক শচীশের পরবর্তী আস্তিক রূপ কি ধরতে পেরেছিল দামিনীর ভালোবাসা, নাকি ধর্মের স্রোতে নিঃশেষ হয়েছিল দুজনের প্রেম?মনিমালার চাক্ষুষ লোভ পরাস্ত করেছিল ফণীভূষণের নিঃস্বার্থ ভালোবাসাকে। তার লোভই হয়ে উঠেছিল তার মৃত্যুর কারণ। মৃত্যুর পরও কি মনিমালা বুঝবে ফণীভূষণের ভালোবাসাকে নাকি ফণীভূষণের অতৃপ্ত আত্মা চিরকালই অতৃপ্ত থাকবে?

হেমন্ত আর কুসুমের ভালোবাসার মাঝে বিভেদ হয়ে দাড়িয়েছিল ধর্মের প্রাচীর ও প্রতিশোধের স্পৃহা। ধর্মের এই প্রাচীর টপকে হেমন্ত কি ফিরতে পারবে তার কুসুমের কাছে? চারুশশীর চোখের বিষ, তারাপদ যে তার চোখের মণি হয়ে উঠবে, তা ছোট্ট চারু বুঝতে পারেনি। কিন্তু তারাপদ কি তৈরি ছিল নিজের জীবন চারুর সাথে বেঁধে, তার বাউন্ডুলে জীবনকে অবসর দিতে? লতিকার ছলে মুগ্ধ গোপীনাথ হারালো তার গিরিবালা কে। লতিকার সাথে রূপের যুদ্ধে নামতে গিয়ে গিরিবালা হয়ে উঠল মিরি-বাই । গিরিবালার এই পরিকল্পনা কি তার আর গোপিনাথের ব্যবধান মেটাতে সক্ষম হবে, নাকি তারা আলোকবর্ষ দূরে সরে যাবে একে অপরের থেকে? রমেশ শেষ পর্যন্ত খোঁজ পেয়েছিল কমলার। কিন্তু সে কি পৌঁছতে পেরেছিল নলিনকশার বাড়ি সময়ে, নাকি পরিণীতির পরিহাসের শিকার হয়েছিল রমেশের ভালোবাসাও? কিছু প্রশ্নে হয়তো বিশ্বকবি স্বয়ং নীরব।।

সংগৃহীত>> কাবুলিওয়ালা ,পোস্টমাস্টার ,বলাই ,খুদিত পাষাণ ,চোখের বালি , নষ্টনীড় , শেষের কবিতা, মৃণালের চিঠি, চতুরঙ্গ, মনিহারা, ত্যাগ, অতিথি, মানভঞ্জন, নৌকাডুবি।।

# " আমার দিদিও দুগ্গা "

Debayan Chatterjee (II sem,JORA)

দিদির সাথে আমার ছোটোবেলা থেকেই খুব ঝগড়া হতো। পেন-পেন্সিল, ডিমের ভাগ, মাংসের পিস ইত্যাদি নিয়ে বেজায় ঝগড়া-ঝাটি মারপিট হতো। মা কা কে বেশী ভালোবাসে এই নিয়ে কম চুলোচুলি হয়নি দুই ভাইবোনে। বাবা-মা আমাদের মধ্যে ঠিক কাকে কুড়িয়ে পেয়েছিল এই নিয়ে গভীর গবেষনাও আমরা করে গেছি দীর্ঘ সময় ধরে। দিদির কাছে ছোটোবেলায় এই সমস্ত মারপিটে গাট্টা কম খাইনি। আবার একসাথে খেলতামও দুজনে, হরেক রকম খেলা। কখনো আমাকে নিজের ফ্রক পরিয়ে চুলে গার্ডার বেঁধে দিত, আবার কখনো পেন দিয়ে গোঁফ এঁকে দিত। কখনো ভালোবেসে নিজের পেনে লিখতে দিত, আবার কখনো আমার বাঁদরামির কথা মাকে বলে মার খাওয়াত। ক্লাস ইলেভেনে প্রথম প্রেম করি, দিদি ঠিক জেনে গিয়েছিল সেকথা। ব্রেকাপের পর একদিন আমাকে বসিয়ে অপুর সংসার বইটা পড়ে তার বাংলা মানে বুঝিয়েছিল। বুঝিয়েছিল কিভাবে সব পুড়িয়ে সব গুছিয়ে বড়ো হতে হয়। প্রথম সিগারেট খেয়ে যেদিন বাড়ি ফিরি দিদির কাছেই ধরা পড়েছিলাম, বাড়িতে বলে দেওয়ার একচোট ভয় দেখিয়েছিল।

কলেজে ভর্তি হলাম বাইরের শহরে, হস্টেলে থাকতাম। তখন সদ্য মোবাইল ফোন পেয়েছি নিজের কিন্তু হাতখরচ পেতাম না। দিদি প্রথম হাতখরচ দেয় আমায়, নিজের হাতখরচ বাঁচিয়ে। সেই হাতখরচ শেষ হয়ে গেলে মাঝে মাঝে রিচার্জও করিয়ে দিত। তখন দিদিকে ফোন করলে হ্যালো না বলেই জিজ্ঞেস করতো কতো টাকা লাগবে, যদিও আমি সেই অভ্যেসটা আজও চালিয়ে যাচ্ছি। আমার পছন্দটা দিদি আমার থেকেও ভালো বোঝে। এমন এমন জামা প্যান্ট কিনে দেয়, মাঝে মাঝে আমারও মনে হয় যে এতো ভালো আমিও পছন্দ করতে পারবো না নিজের জন্য। কলেজ পাস করে যখন চাকরি পাই দিদি ভীষন খুশি, বলেছিল একজোড়া জুতো কিনে দিতে হাই হিল। কিন্তু ভাই হিসেবে আমি বড্ডো বেহায়া, জুতোটা কিনে দিয়েছিলাম ঠিকই তবে সেটা দিদির থেকেই টাকা ধার করে। আমার এরকম আরো অনেক দুকান কাটা ঘটনা আছে, সেসব আর না বলাই ভালো। বড়ো হয়েও যে ঝগড়া-ঝাটি থেমেছে তা নয়। লম্বায় দিদির থেকে বড়ো হওয়ার প্রতিযোগিতা আর পাঁচটা ভাইয়ের মতো আমারও ছিল, কিন্তু বড়ো হয়ে বুঝলাম লম্বায় বড়ো হলেও মানুষ হিসেবে দিদির থেকে বড়ো হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। মানসিক ভাবে যখন ভেঙ্গে পড়েছি, কাউকে কিছু বলতে পারিনি, তখন দিদিকে দেখেছি মায়ের মতো পাশে দাঁড়াতে। বাচ্চার মতো অনেক আবদার করেছি, দিদি মিটিয়েছে নির্দ্বিধায়। যখন দিদির বিয়ে হয়ে গেল প্রথম একমাস কিছু মনে হয়নি, বাড়িতে একার রাজত্বটা অনুভব করেছিলাম। কিন্তু তারপর থেকে খাবার টেবিলে তিনটে থালা দেখলে মনটা খারাপ হয়ে যায়। রবিবারের মাংস ভাগের সময় মনে হয় দিদি বিয়েটা কেন করতে গেল। আবার দিদি এখন যখন বাড়ি আসে তখন আবার সেই ঝগড়া শুরু। আমাদের এই টম অ্যান্ড জেরি চলতে থাকে।

'দিদি' শব্দটা বড্ডো ভালো আবার বড্ডো মনখারাপের। ছোটোবেলায় মনে হতো দিদিদের কেন বিয়ে হয়ে যায়, প্রশ্নটার উত্তর এখনো পাইনি আমি। আদরে-আবদারে বা বাঁদরামিতে যে আমাকে মায়ের মতো ভালোবেসেছে আবার শাসনও করেছে সে হলো দিদি। প্রত্যেকেই কেউ বাবার মতো কেউ বা মায়ের মতো হতে চায়। আমি হতে চাই আমার দিদির মতো। দিদির থেকেই আমার কবিতা লেখা শেখা।
ছোটোবেলায় যখন পথের পাঁচালি দেখেছিলাম তখন থেকে মনে হতো আমার দিদিটা দুর্গার মতো নয় কেন, হলে বেশ হতো। এখন বড়ো হয়ে বুঝতে পারি আসলে সব দিদিরাই দুর্গার মতো হয়। একটু গুছিয়ে বললে বলা যায়, দিদিরাও দুর্গা হয়। নাই বা হলো আমার দিদি দুর্গার মতো, নাই বা হলো আমার নাম অপু, আমাদের পথের পাঁচালিটাও তো কম কিছু নয়। তবে যাই বলা হোক সব শেষে এটা বলতেই হয়, মা কিন্তু দিদির থেকে আমাকেই বেশী ভালোবাসে!

## Unnoticeable until it notices you

The mornings are hazy, wrapped in the shrill disdain of the alarm clocks. The pensive mood is to
clear its blurry vision. We fail to notice things. We fail to notice the tale of a hamlet, where a female's flesh is sold cheaper than Satan's soul. We fail to notice the confused chicken as it smells the dripping blood of its own kind in the butcher's shop, the disabled beggar asking for alms in the name of some " non existing " God, the smell of jasmine on a holy shrine, we fail to notice that flowers don't grow on graves if covered by marble.
We fail to notice the tale of a hamlet, where a female's flesh is sold cheaper than Satan's soul.
We fail to notice the confused chicken as it smells the dripping blood of its own kind in the butcher's shop, the disabled beggar asking for alms in the name of some " non existing " God, the smell of jasmine on a holy shrine, we fail to notice that flowers don't grow on graves if covered by marble.

Vineet Mondal (II sem,JORA)

# Regained the old glory of Indian kitchen

Sil-Batta or Sil-Lodhi is also known as Morter and Pestle. It is a traditional styled grinding equipment. 'Sil' is refer to flat stone and 'batta' is a cylindrical stone, used for grinding. From ancient time, it is used to grind the spices and other ingredients to make it in a paste (using oil or water) or in a powder form. It has always been the pride of the kitchen. In the state of Odisha and Bengal it is even worshipped as 'Bhu Devi' i.e, mother earth. Traditionally, in Tamil Nadu and Kerala, Sil-Batta was used to grind the soaked lentils for the preparation of idlis, dosa, vada and papadum. Coconut chutney which is served with the south-indian dish were also prepared on Sil-Batta. But nowadays, Sil-Batta is getting lost from the modern kitchen. In the fast and busy life, people hardly consider this traditional equipments. Whereas, it is believed by older people that the spices or several pastes grounded on Sil-Batta make the dish flavoursome. It is said that the modern food processor grind the ingredients into fine texture in seconds and the heat which is produced through it takes away the natural taste of spices. Whereas grinding it on Sil-Batta is beneficial to health.

I have seen my grandmother and my mom giving their time and lots of energy in grinding the mustard-chilly paste and poppy seeds paste for the making of Fish Curry. They have always said one thing "nothing can replace flavour of Sil-Batta".

Joyita Shaw (II sem,JORA)

নয়ণে দেখেছি তব নতুন আকাশ

Bristy Dutta (II sem,JORA)

## এদেশে তোমার আমার নয়

হঠাত্ সবই বদলে গেল,
সবাই যেমন বদলে যায়,
এদেশে শুধু ধর্মেরই হতো..
এদেশে তোমার-আমার নয়।

সবকিছু যেন বদলে গেল,
বদল এল মানুষজনে,
কোরান মানেই জিহাদ বোঝে,
পবিত্র হয় মানুষ খুনে।

ধর্মের নামে ব্যাবসা করে,
ভাবছো নিজেকে পুণ্যবান..
গীতার আসল অর্থ না জানুক,
মন্ত্র একটাই 'বিভেদের গান'।

মানুষ হয়ে যারা মানুষ মারে,
আসলে তারাই বিধর্মী হয়..
ধর্ম মানে আর যাই হোক..
ধর্ম মানে ব্যবসা নয়।

ধর্মকে যারা বর্ম করে...
তাদের দূরে সরানো হোক...
দেশ বলতে যতটা বোঝায়..
ততটা নিয়েই সমাজ হোক।

এমন একটা দিন আসবে,
যেদিন মানুষ রক্ত ঝরাবে না..
ধর্ম মানেই মানুষ শুধু..
বিভেদতন্ত্র থাকবে না।।

Sudipto Chakraborty
(II sem,JORA)

## Retake the shot, please

You remember Ishaan right? Such a firm, yet so delicate, so liberal, yet so possessive guy, a perfect portrait of a simpleton. I wish i could have learnt that perfect cover drive from him.

Ah ! how can you forget Sarfarazz. Such a calm, such a simple chap waiting for his long lost love. Somewhere Sarfarazz ensured his place strongly even in the strongest religious hearts. I wish somebody could love me just like him.

Mahendra Singh Dhoni, a perfect harmony of the black and white, a character far out of the reach of common audience, brought in front of them simply on a white screen. A legacy told, which outweighed every human emotion.

Oh Mansoor ! The sweetest guy you could ever have as your guide, a man with visions far ahead of his time and caste. A person with whom you will definitely fall in love at the end of your kedarnath tour. I do wish to have a chat with him oneday, probably with some warm tea.

Lakhna, the darest of all, the bravest of all hearts, the true resemblance for the word 'baaghi'. It takes guts to uproot yourself from the roots, for only nothing but the truth. I can only imagine to be a bagghi like him in this world of stereotypes.

Beloved Anni aka Anirudh, you are a father, every child dreams of having. Giving the most important message of life to the most casual generation in a lucid language, that failure is not the end. You are more than a hero to me. I enjoyed your friendship, i rejoiced your love, i embraced your every college emotions. I can only dream of becoming a father like you.

Oh, you remember Sushant? yeah, the man behind the bright shades of these evergreen characters. He had been acting in the movie called "LIFE" since 1986, for this one final shot. Someone please tell the director, its wrong, it's all wrong, the timing, the acting, the curtain fell too soon. Please tell the director to retake the shot. Please.

Rohit Niyogi (II sem,JORA)

# ভুবনের ভুবন জয়

~ "লকডাউনে সময় কি করে কাটছে ?"
~ "ইউটিউব দেখে, তোর ?"
~ "আমারও ইউটিউব দেখেই কাটছে"

হ্যাঁ, ইউটিউব এমন একটা প্ল্যাটফর্ম যেখানে সবার প্রতিভার কদর করার জন্য আলাদা আলাদা ধরনের দর্শক রয়েছে। ইউটিউবার হওয়ার জন্য কোনো ইন্টারভিউও দিতে হয় না ।সোশ্যাল মিডিয়ায় পরিচিতি পাওয়ার এক নতুন প্ল্যাটফর্ম হল ইউটিউব । অনেকে তো সেটাকেই নিজের পেশা হিসেবে জীবনে এগিয়ে গেছেন । পশ্চিমী দেশগুলিতে এর প্রভাব বেশি দেখা গেলেও বর্তমানে ভারতেও বেশ কয়েকজন সফল ইউটিউবার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ভুবন বাম, আশীষ চাঞ্চলানি, অমিত ভাডানা থেকে শুরু করে বাংলারও অনেক ইউটিবারদের নাম পাওয়া যায়। এই লিস্টে সবার আগে যিনি শুরু করেছিলেন তিনি হলেন ভুবন বাম । সম্প্রতি ইউটিউবার হিসেবে ৫ বছর পূরণ করলেন ভুবন বাম । তার ইন্সটাগ্রামে তার দ্বারা অভিনিত ক্যারেক্টার গুলির ছবি ছেড়ে লিখেছেন '৫ বছর হয়ে গেছে, সকলকে ধন্যবাদ' । ২০১৫ এর ২০শে জুন চ্যানেল খুলেছিলেন 'বিবি কি ভাইনস্' নামে, কিছুদিন আগেই তার পাঁচ বছর পূর্ণ হল ।

একটা ছোটো ঘরে বাবার কিনে দেওয়া একটা মোবাইল ফোনের ক্যামেরা দিয়ে শুরু করেছিলেন, প্রথমে ছোটো ছোটো মজার ভিডিও বানাতেন, পরে নিজের পরিবারের কাল্পনিক কয়েকটি চরিত্র বানিয়ে একটি পরিবারে মজার কি কি কথোপকথন হতে পারে, সেগুলো ভিডিও হিসেবে আপলোড করতেন চ্যানেলে । ভিডিও-র পাশাপাশি বেশ কয়েকটি মিউজিক ভিডিও ও বানান তিনি। তার প্রথম মিউজিক ভিডিও ছিল 'তেরি মেরি কাহানি', তার পরে আরো মিউজিক ভিডিও রিলিজ হয়, 'সঙ্গ হু তেরে, সাফার, আজনাবি । ভুবনকে ডাকাও হয় বেশ কয়েক জায়গায় ( ইউএস, হংকং, সিওল, মেলবোর্ন) শো করার জন্য । ইউটিবারদের সাফল্য দেখে আরো অনেক নতুন প্রতিভা এগিয়ে এসেছে এই প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করতে ।

সম্প্রতি তার এক ভিডিও-য় 'টিটু টকস্ এপিসোড : ৩' তে তিনি পরিযায়ী শ্রমিক, কৃষক দের ইন্টারভিউয়ের একটি ভিডিও আপলোড করেন, এবং ওই ভিডিও থেকে প্রাপ্ত অর্থ তিনি হেমকুন্ত ফাউন্ডেশনের সাহায্যে আলাদা আলাদা জায়গায় দান করেন । ৮০০০ মানুষের রুটি, পাউরুটি, স্যান্ডউইচ, ১৬,০০০ ও.আর.এস. জল, বাচ্চাদের জন্য ১৫,০০০ আইসক্রিমের ব্যবস্থা করে দেয় । তাছাড়াও ২০০০ লিটার জল ও ১০০০ লিটার দুধেরও বন্দোবস্ত হয় এই ভিডিও-র প্রাপ্ত অর্থ থেকে । আর এই সবকিছুই সম্ভব হয়েছে ইউটিউব প্ল্যাটফর্মের দ্বারা আর ভুবন বামের পরিশ্রম তো রয়েছেই ।

Rohit Sarkar (II sem, JORA)

# 8x10feet

So these quarantine days made me reflect upon an episode on Barcroft Tv about life in solitary confinement. This piece is a slight creative angle of the same.

"Enslaved by three walls
The fourth barrier is my Will..
Break it I must
Leaving behind a hollowness..
As the size of a scream
Begging to be free..
But free I am, Free as my mind."

When I was a child, searching for a bird's nest was my favorite pastime. In the brutal childhood ecstasy I would break them before they hatched, with the nesting birds screeching overhead, I would derive a strange sadistic pleasure from the act. That satisfaction was addictive. That very addiction made me slit three innocent throats in cold blood at the age of nineteen. And so I ended up here. I think I was always destined to be here. The hell where heathens and outlaws like me went.

Loneliness is one of the harshest ways to die. And here it was all over the gloomy place. During the early days impatience pricks you on the skin and then slowly starts crawling into your veins.

You try to sleep as much as you can, punch the walls and even try to cut your wrist with the sharp end of the spoon but all in vain. You crave for death. As days pass, your mind starts
playing tricks on you. You start talking to yourself, to unreal apparitions. There is no measure of time. You just measure it by the unfaithful moon, like a sly fox crawling in and out of the horizon. The canvas of the sky changes with it, virgin white, vermilion red and at other times funeral black.

You start stinking like a threatened stray dog. The hard slab provided to sleep feels cold like the soil underneath a coffin.

Nightmares are frequent.The guilt haunts you in its shapes. Your love asleep in some stranger's bed or your brother's meat hung outside a slaughterhouse.

One dream that troubles me in particular is that of the little girl whom I murdered..beckoning me with an expressionless face with a bouquet of dead butterflies in her hands. I wish I had never broken those unhatched eggs.

Vineet Mondal (II sem,JORA)

# 'গুসবাম্পস'

"আপনারা দেখছেন এবিপি আনন্দ আজকের বিশেষ বিশেষ খবর সরকারি তথ্য অনুযায়ী রাজ্যে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫১৯০৬ জন, সব মিলিয়ে আক্রান্ত প্রায় ৪ লক্ষ্য, সমগ্র ভারতে মৃতের সংখ্যাটা ৬৭ লক্ষ্য ছাড়িয়েছে, সারা বিশ্ব ভারতের জন্য ত্রান পাঠাচ্ছে। সরকারি সিদ্ধান্ত অনুসারে লকডাউনের অষ্টম সপ্তাহে অকারণে কেউ বাইরে বেরোলে শ্যুট এট সাইটের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে..."

ঘুমটা দুম করে ভেঙে গেল, রান্না ঘর থেকে সুবীর বাবুর স্ত্রীর গলা,

"সেই যে ৩ সপ্তাহ ঘরে বসে ছুটি কাটালে সেই থেকে এই ৯ টায় ওঠার অভ্যেসটা ধরেছ, বলি বাজারটা যাবে কখন আর অফিসটাই বা যাবে কখন!"...

Shuvadeep Roy (3rd Year)

# SEMINAR ON RADIO & TV
# ORGANIZED BY DEPARTMENT OF
# JOURNALISM & MASS COMMUNICATION

# শিক্ষার প্রসারে গণমাধ্যম

প্রতীক, ক্লাস 4 এ পড়ে। দুদিন ধরে অনলাইন ক্লাস শুরু হয়েছে, তাই তার খুব মন খারাপ আগের মত আর খেলা হচ্ছে না রোজ পড়া আর পড়া। ওদিকে আবার রোহানের কাছে ফোন টিভি কিছুই নেই। অনলাইন ক্লাসে অংশগ্রহণই করতে পারছে না। আমাদের ১৩৩ কোটির দেশে কোভিড-১৯ এর যুগে যেখানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে কল-কারখানা অফিস-আদালত সবকিছুই বন্ধ, একমাত্র ভরসার জায়গা হল গণমাধ্যম।শিক্ষার্থীরা যাতে পুরোপুরি শিক্ষা জগৎ থেকে বিচ্যুত না হয় সেই জন্য প্রত্যেক স্কুল কলেজ থেকে শুরু করে বিভিন্ন গণমাধ্যম গুলিও অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থা শুরু করেছে।

জনপ্রিয় বাংলা খবরের চ্যানেল- এবিপি আনন্দ, জী 24 ঘন্টা প্রত্যেক মাধ্যমেই নিয়মিত সময় করে ভার্চুয়াল পঠন-পাঠন এর উদ্দেশ্যে বিভিন্ন শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। যেখানে উপস্থিত থাকেন নামকরা শিক্ষক-শিক্ষিকারা। প্রত্যেকদিন এক একটি ক্লাসের এক একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। নিয়মিত হোমওয়ার্ক ও দেওয়া এবং তা সংশোধন ও করা হয়। এছাড়াও হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে পড়াশোনা,গুগোল মিট, জুম, স্কাইপ এর মত অ্যাপ ব্যাবহার করে ক্লাস নেওয়া প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

এসবের ফলে উপকৃত হচ্ছে অনেক ছাত্র ছাত্রীরা ই। দীর্ঘ লকডাউন এ পুরোপুরি শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হতে না পেরে আনন্দিত অনেকেই। বাড়িতে বসে অনলাইন ক্লাস, নানা রকম প্রজেক্টের কাজের মাধ্যমে নিজেকে ব্যস্ত রাখা যাচ্ছে সহজেই, ফলে দূর হচ্ছে অবসাদগ্রস্ততা এবং একঘেয়েমি।

লকডাউন এ গণমাধ্যম এর অন্যান্য প্ল্যাটফর্ম গুলিতে শিক্ষার্থীরা খুঁজে পেয়েছে নিজেদের ভুলে যাওয়া পুরনো আনন্দকে। অনেক শিক্ষার্থী এমন আছে যারা রান্না করতে ভালোবাসে, যারা ওয়েব ডিজাইন শিখতে ভালোবাসে, অনেকে ভালোবাসে, গান করতে নাচতে ভালোবাসে - ইঁদুর দৌড়ে দৌড়াতে দৌড়াতে তারা ভুলতে বসেছিল সবকিছুই। এখন যেহেতু পুরো সময়টাই ঘরে কাটাতে পাচ্ছে, তাই গণমাধ্যম এর মাধ্যমে পড়াশোনার পাশাপাশি ও অতিরিক্ত কিছু করার সময় পাচ্ছে। ইউটিউব এর মাধ্যমে শিখছে সবাই নতুন রান্না, আবার অনেকে ফেলে দেয়া কাগজপত্র পুরনো জিনিস থেকে বানিয়ে ফেলছে ঘর গোছানোর সুন্দর সুন্দর সামগ্রী। এই ফাঁকে পাশাপাশি শেখা হয়ে যাচ্ছে - ফটোশপ, ইলাস্ট্রেটর, আফটার ইফেক্টস, প্রিমিয়ার প্রো এর মত বিভিন্ন এডিটিং অ্যাপ এর ব্যবহার। এছাড়াও এইচটিএমএল, পাইথন প্রকৃতির মতো জনপ্রিয় ওয়েব ডিজাইনের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো শেখা হয়ে যাচ্ছে। নানা রকম শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান, সিনেমা সব কিছুই এখন হাতের মুঠোয়।

সবকিছু যেমন ইতিবাচক দিক থাকে তার সাথে তার নেতিবাচক দিকটা ও তেমনি থাকে। আমাদের ভারতবর্ষের মতো দেশে যেখানে প্রায় শতকরা 30 শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে তাদের কাছে এসব গণমাধ্যমের মধ্যে দিয়ে অনলাইন শিক্ষা বিদ্রুপ মাত্র। অনেকেই এরকম আছে যারা আর্থিক অবস্থার কথা মাথায় রেখে কোনো ভালো নামিদামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারে না, আবার অনেকে প্রত্যন্ত অঞ্চলে থাকে যেখানে বিদ্যুৎ বন্টন ব্যবস্থা ঠিকভাবে নেই।আবার অনেকের বাড়ি এমন জায়গায় যেখানে মোবাইল থেকেও তাদের কাছে সেসব অঞ্চলে মোবাইলে ইন্টারনেট পরিষেবা দুর্বল হয়, ইন্টারনেট পরিষেবা দুর্বল হওয়ার কারণে তারা নিজেদের কলেজ বা স্কুলের উদ্যোগে শুরু করা অনলাইন ক্লাসে অংশগ্রহণ করতে পারেনা।আবার অনেক অ্যাপের মাধ্যমেও শিক্ষা দেয়া হয়, যেমন - বাইজুস লার্নিং অ্যাপ ডাউনলোড করতে পারলেও, সেটা সাবস্ক্রাইব করার মতো সবার ক্ষমতা থাকেনা । ফলে ছাত্রছাত্রীদের মনে গভীর প্রভাব পরছে, বন্ধুদের সাথে সাথে নিজেদের জীবনের গতি বদলাতে না পেরে অনেকে বেছে নিচ্ছে আত্মহত্যার মতো রাস্তা।

মিডিয়া কতটা সাক্ষরতা বৃদ্ধির করতে পারছে এটা পুরোটাই বিতর্কিত বিষয়।বাস্তব সব দিক বিচার বিবেচনা করে দেখলে দেখা যাবে হয়তো 50 শতাংশ শিক্ষার্থী সত্যিই উপকৃত হচ্ছে আবার 50 শতাংশ শিক্ষার্থী এর কাছে পুরোটাই বিদ্রুপ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সামগ্রিক ভাবে বলতে গেলে গনমাধ্যমের দ্বারা 'সর্বশিক্ষা অভিযান' এই ভাবনাটাই পুরোটাই বাস্তবতার ঊর্ধ্বে।

Tithi Adak (II sem,JORA)

Bikash Halder (II sem,JORA)

# বিশ্বাস

বিশ্বাস করা কি দায় তোদের আজ?
তাই যদি না হবে কেনো করলি তবে এমন কাজ?
মুখে বোমা পুড়ে মেরে ফেললি গজ, হস্তিনিকে।
মারলি তোরা ১২ বছরে একটি সন্তান প্রসবীনি মাকে।
প্রকৃতির সন্তান যদি কেড়েই বা নিলি তোরা,
এই মা এবার শাস্তি দেবে প্রস্তুত থাকিস মূর্খরা।

Bristy Dutta (II sem,JORA)

# হিসেব

ছন্দ ভুলে মাফ চেয়েনি,
খরচ হওয়া অনুভূতি যার।
হিসেব রাখে খাতার পাতায়,
খিদে যার,সেই হিসেবটা শুধুই কি তার?

Bristy Dutta (II sem,JORA)

# SHADE OF NATURE

Ratul Das (II sem,JORA)

# CREATIVE ART

Ishika Ghosh (II sem,JORA)

Tania Mondal (II sem,JORA)

Joyita Shaw (II sem,JORA)

Soumili Poul (3rd year,JORA)

Soumili Poul (3rd year,JORA)

# PHOTO GALLERY

এক বুক আশা নিয়ে রং এর প্রলেপ

Aunshumitra Mustafi
(HOD, Journalism & Mass Communication)

জলের ছন্দে

Anamika Kundu (IV sem,JORA)

ঘরে ফেরার পালা

Aliviya Sikder (II sem,JORA)

Ishika Ghosh (II sem,JORA)

ফুল তোমার দেহে জলরঙের ঢেউ

Aliviya Sikder (II sem,JORA)

আদরের বিড়ালছানা

Aliviya Sikder (II sem,JORA)

বাসাহীন

Susmita Bardhan (IV sem,JORA)

Sanjana Roy (II sem,JORA)

Tania Mondal (II sem,JORA)

POP UP

Susmita Bardhan (IV sem,JORA)

Unlock 1

Susmita Bardhan (IV sem,JORA)

The swan's royal wings

Ankana Chowdhury (II sem,JORA)

Ishika Ghosh (II sem,JORA)

Shreya banerjee (IV sem,JORA)

Shreya banerjee (IV sem,JORA)

# QUICK RECIPE

During this lockdown, we are bored and craving for food from outside. No worries I am here with one delicious, yet simple and quick chocolate cake recipe made with only 3 ingredients and without oven.

Prep Time: 10 minutes
Cook Time: 20-25 minutes

## INGREDIENTS

- Orea or Chocolate Biscuit
- Milk
- Baking Soda

## STEPS

1. Take 2-3 packets of Orea or any Chocolate Biscuits

2. Now separate the cream from the biscuits

3. Crush the biscuits

4. Now add 1 ½ cups of milk into the crashed biscuits and mix it all together

5. Now add separated cream in the mixture

6. Now add ½ teaspoon of Baking Soda

7. Pour the cake batter into a greased round cake pan or any round utensil.

8. Bring the water to simmer over medium low heat. Once simmering, carefully place the cake to sit on a plate that you will hold the cake in the water.

9. Steam it for about 20-25 minutes.

10. Once risen and firm in middle, carefully remove the pan from the water. Leave it to cool down for 20 minutes and turn it out onto a wire rack or flat tray to cool completely.

11. Place it on a serving platter and glaze it with chocolate sauce and put some choco chips on the top for decoration.

Your Chocolate Cake is ready to serve....

Recipe by Bornali Biswas (II sem.JORA)

Craving for cafe coffee days?
Try this coffee in just 3 mins

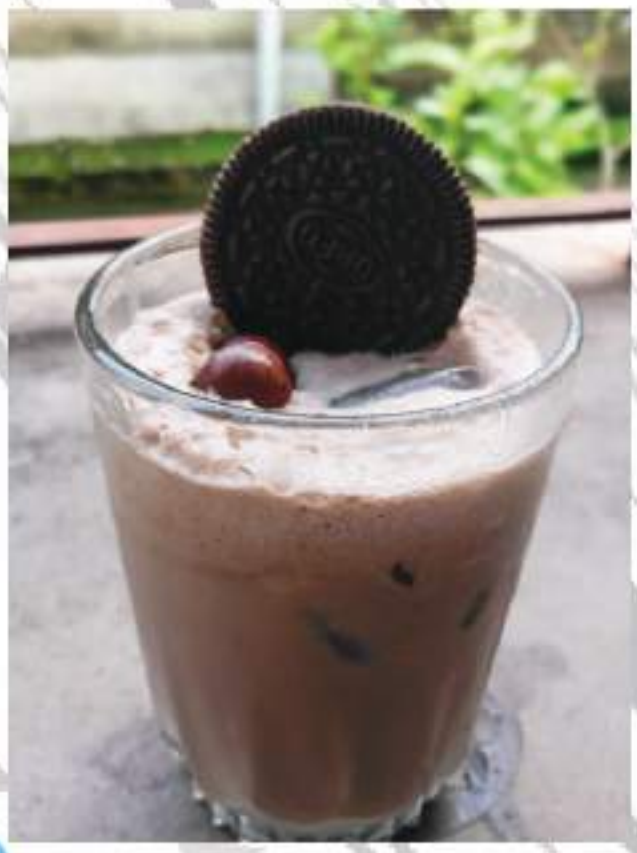

## Ingredients

Oreobiscuits
Coffee
Milk
Dairy milk shots for decorations
How to do it.
Add 1 glass of milk
Coffee 1 tablespoon
3,4 oreo biscuits
Mix it well using a mixer And you're ready to eat.

Recipe by Sanjana Roy (II sem.JORA)

# ACHIVEMENTS

Successfully completing Rock Climbing Course and Sumiit Bero Hills Jan,2020

**Bidesh Bhowmick** (II sem.JORA)

Internship in News Time (3rd year)

WITH POLITICIANS AND CELEBRITIES

# কিছুক্ষণের আড্ডা সঙ্গে ঐশী ভট্টাচার্য্য (অভিনেত্রী)

ঐশী ভট্টাচার্য্য হলেন একজন খুব জনপ্রিয় অভিনেত্রী। তিনি টিভি সিরিয়ালে কাজ করেন। সে বর্তমানে স্টার জলসার শ্রীময়ী ধারাবাহিকে দিঠি নামক চরিত্রে অভিনয় করছেন। তিনি আগে জি বাংলায় খনা নামক ধারাবাহিক করেছেন এবং অরুন্ধতী সিনেমা মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন। দেড় থেকে দুবছর ব্রেক দেওয়ার পর তিনি জি বাংলার জয়ী ধারাবাহিক এ তোর্সা চরিত্রে অভিনয় করেন।

আমার তাকে কিছু প্রশ্ন করার সৌজন্য হয়েছিল প্রশ্নগুলি নিম্নবর্ণিত করা হলো -

১. আপনি কত বছর বয়সে অভিনয় জগতে প্রবেশ করেছেন এবং প্রথম সিনেমা বা ধারাবাহিক কি ছিল?
• আমার ছয় বছর বয়সে অভিনয় জগতে প্রবেশ। আমার প্রথম মেগা সিরিয়াল আর প্লাস তখন রাত বারোটা বলে কিন্তু প্রথম ধারাবাহিক হলো জি বাংলার সিরিয়াল খনা।

২. একজন অভিনেত্রী হিসাবে এখনো পর্যন্ত আপনার জীবনের বড়ো সাফল্য কোনটি ?
• একজন অভিনেত্রী হিসেবে কখনোই মাপা সম্ভব নয় যে কোনটা আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সাফল্য দর্শকদের ভালোবাসা পাওয়া এবং আশীর্বাদ পাওয়া এটাই শ্রেষ্ঠ সাফল্য সেটি আমি আমার ১৩ বছরের ক্যারিয়ারে অনেক পেয়েছি। আরেকদিক থেকে সাফল্য যে ভালোভাবে চরিত্র করতে পারা অবশ্যই আমি আমার জীবনের প্রত্যেক চরিত্রকেই সমান জায়গায় রাখি। কিন্তু একটু এই মুহূর্তে শ্রীময়ী'র দিতি চরিত্রটি আমার কাছে একটু অন্যরকম কারণ দিতি চরিত্রটি নেগেটিভ চরিত্র সেটি আমি প্রথমবার শুরু করেছি এবং এই চরিত্রটি অনেকগুলো ধাপ রয়েছে সেইজন্য দিঠি চরিত্রটি 0.1% অন্যান্য চরিত্র থেকে এগিয়ে রাখব।

৩. অভিনয় জগতে প্রবেশ করতে কে আপনাকে সবচেয়ে বেশি সমর্থন করেছেন?
• আমি অনেক ছোটবেলা থেকেই নাচ করতাম আড়াই বছর বয়স থেকে সেইখান থেকে অভিনয় জগতে আসা এবং অবশ্যই আজ অব্দি যেটুকু সবটাই আমার মায়ের জন্য এর জন্য সব ক্রেডিট আমার মাকে যায়।

৪.প্রথম অবস্থায় অন্যান্য সহ অভিনেতা এবং অভিনেত্রী দের সঙ্গে কাজ করতে আপনার অভিজ্ঞতা কেমন ছিল?
• প্রথম অবস্থায় আমার সহ-অভিনেতা এবং সব অভিনেত্রী ছিলেন তারা আমাকে খুব ভালোবেসেছিলাম কারণ আমি অনেক অনেক ছোট ছিলাম গাইডলাইন পেয়েছি তাদের কাছ থেকে এবং অনেক সাহায্য পেয়েছি। যেহেতু অল্প ছোটবেলায় কাজ শুরু সেইজন্য তারা সবসময় আমার খেয়াল রাখত এবং প্রচন্ড একটা ভাল সম্পর্ক তৈরী হয়ে গিয়েছিল। বিশেষ করে খনার সময় সম্রাট মুখার্জী ও ময়না মুখার্জি আমার বাবা মা ছিলেন। প্রায় সবাই বলত যে আমি ওনাদেরই মেয়ে এত সুন্দর সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। আলাদাভাবে কারোর কথা বলব না কিন্তু সবাই আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

৫. অভিনয় জগতে আপনার কোন অভিনেতা বা অভিনেত্রীর সঙ্গে কাজ করে সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে এবং কেন?
• এই বিষয়ে আমি আলাদাভাবে কিছু বলবো না। সমস্ত সহ অভিনেতা এবং অভিনেত্রী নিজেকে নিজের মতো করে ভালো। আমরা একে অপরকে সব সময় সাহায্য করে থাকি যাতে ফ্লোরে কাজটা সব থেকে বেশি ভালো হয়। আমি এখন ইন্দ্রানী হালদারের সাথে কাজ করছি, আগে অরুন্ধতী করতে গিয়ে কোয়েলের সাথে কাজ করেছি এবং সবচেয়ে বড় কথা লাভরাত্রির সিনেমা করি তখন রাজিনা টান্ডন, সব্যসাচী চক্রবর্তী সাথে প্রেম শেয়ার করেছি। সবাই নিজেদের নিজেদের মতো করে ভালো এবং আমি তাদের কাছে অনেক কিছু শিখেছি অনেক কিছু পেয়েছি তাই আলাদা করে কারোর কথা বলবো না।

৬.বর্তমানে আপনি যে ধারাবাহিকের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন সেই ধারাবাহিক সম্পর্কে এবং ধারাবাহিকটিতে আপনার চরিত্র সম্পর্কে আপনার অভিজ্ঞতা কি ?
• বর্তমানে আমি স্টার জলসার শ্রীময়ী করছি। শ্রীময়ীর দিঠি চরিত্রে অভিনয় করছি। দিঠি চরিত্র সম্পর্কে কি বলব দিঠি প্রথমে একটা খুব নিগেটিভ চরিত্র ছিল এবং আস্তে আস্তে সেটা অনেক কিছুর পরে এখন পজেটিভ হয়েছে এবং এখন চূড়ান্ত পজেটিভ হয়ে গেছে। তবে প্রথমদিকে জানি কেটেছিল একদম যে ভয়ানক নেগেটিভ তথ্যগতভাবে জিনেন বলি তা ছিল না। কিন্তু দিতির নিজের জীবনে কিছু বক্তব্য ছিল যে মাকে পছন্দ করি না তার কিছু কারণ ছিল। দিতিকে নিয়ে আমি এটাই বলব একজন টিনেজার আস্তে আস্তে অনেক কিছু অনেক কিছু ভাবতে ভাবতে একটা বেসিক ধারণা হয়ে যায় যে ইংলিশ জানতে হবে নইলে শেষ স্মার্ট নয়, আমার মা যদি বাড়িতে কাজ করেন তার কোন যোগ্যতা নেই ভাবনা গুলো দেখে এবং আশেপাশের পরিবেশ সেটা পেতো সেই জন্য দিতে দিঠি এইরকম ছিল । কিন্তু আজকে পুরো পসিটিভ হয়ে গেছে, দিঠি করতে গিয়ে দর্শকের ভালোবাসা পেয়েছি এবং সাথে সাথে প্রথমবার আমার অভিনয় জীবনে দর্শকের কাছ থেকে প্রচুর নেগেটিভ কথাবার্তা শুনতে পেয়েছি। কোথাও গিয়ে মনে হয়েছে নেগেটিভ দিকটার প্রতি আমি জাস্টিস করতে পেরেছি। আগেও যেমন বললাম অন্যান্য চরিত্রের থেকে আমি দিঠি চরিত্রটিকে 0.1% এগিয়ে রাখব কারণ এটা আমার জীবনের প্রথম নেগেটিভ চরিত্র।

৭.আগের ধারাবাহিক এবং সিনেমাতে যে যে চরিত্রে আপনি অভিনয় করেছেন , তারমধ্যে সবচেয়ে পছন্দের চরিত্র কোনটি এবং কেন?
● আগের ধারাবাহিক বলতে আমার কাছে খনার সব সময় স্পেশাল ওটা আমার জীবনের প্রথম কাজ জীবনের অন্যতম বিশেষ চরিত্র বিশেষ কাজ এবং তার সাথে জড়িত সব কিছুই আমার কাছে স্পেশাল জড়িত স্টুডিও লোকজন চ্যানেল সবকিছুই আমার কাছে স্পেশাল তবে একরকম ভাবে স্পেশাল। কিন্তু আমি কোন কিছু কি পিছিয়ে রাখবো না। দেড় থেকে দু বছর পরীক্ষার জন্য ব্রেক দেয়ার পর যখন জোতসদি এ আবার কাম ব্যাক করলাম তখন সেটা আমার কাছে একটু স্পেশাল যেহেতু আমি কাম ব্যাক করেছিলাম। তাই এই দু:টো চরিত্র আমার কাছে একটু স্পেশাল।

৮. অভিনয়ের পাশাপাশি আপনি কি করতে বেশি পছন্দ করেন?
● অভিনয়ের পাশাপাশি আমি নাচ করতে ভালবাসি সেটা এখন করা সম্ভব হয় না এ সময় পেলে বই পড়তে ভালবাসেন সিনেমা দেখতেও।

৯. আপনার মতে কোন গুন টা ভীষণভাবে দরকারি এই অভিনয় জগতে টিকে থাকতে বা এই অভিনয় জগতে আসতে ??
● আমার ব্যক্তিগত ভাবে মনে হয় অভিনেত্রীর ডিসিপ্লিন খুব জরুরি। এরপরের দায়িত্ব কর্তব্য তো আছেই বেশি কিছু জিনিস জানতেই হবে এবং মানতেই হবে তবেই একজন অভিনেতা বা অভিনেত্রী আরও দক্ষ হয়ে উঠবে এবং অবশ্যই তার সাথে পর্যবেক্ষণ করা উপলব্ধি করা অভিজ্ঞতা সবটাই খুব দরকার। অবশ্যই আমাদের আগে সেটা দেখতে হবে যেটা আমরা পর্দায় ফুটিয়ে তুলতে চাইব। কিন্তু সবকিছুর আগে ডিসিপ্লিন গুলো মানা এবং কিছু বেসিক জিনিস শেখার খুব দরকার আছে।

১০. আপনার অভিনয়ের দক্ষতার জন্য আপনি যে বিশেষ স্বীকৃতি বা পুরস্কার পেয়েছেন সে সম্পর্কে আপনার অভিজ্ঞতা কেমন ছিল?
● সেভাবে যে অ্যাওয়ার্ড বলা হয় সেটা আমি এখন অব্দি পাইনি। আমি অ্যাওয়ার্ড বিশ্বাসের নই আমার কাছে দর্শকের ভালোবাসা আশীর্বাদ যেমন সাফল্য তেমনি সেটাই আমার কাছে পুরস্কার। দর্শকের রিয়াকশন আমার কাছে অ্যাওয়ার্ড থেকে কম কিছু না বরং অ্যাওয়ার্ডে থেকে অনেক কিছু। সেইজন্য প্রচুর প্রচুর সম্মান পেয়েছি আমি বিভিন্ন অনুষ্ঠান থেকে বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে শিরোপার সম্মান থেকে শুরু করে শারদ সম্মান থেকে সেগুলো প্রচুর পেয়েছি। কিন্তু তথাকথিত অ্যাওয়ার্ড বলা হয় সেটা আমি কোনদিন পাইনি, কিন্তু আমার কাছে দর্শকদের ভালোবাসা দর্শকের রিয়াকশন টা খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা আমি প্রচুর পেয়েছি। তাদের ভালোবাসার জন্য তাদের আশীর্বাদ জন্যই এতদূর হয়তো আসতে পেরেছি এবং আগামী দিনে আরও অনেক সুন্দর ভাবে এগোতে পারব সেটা আমার কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট ওটাই আমার সাফল্য এবং ওটাই আমার ভালো লাগার জায়গা।

**An interview by Tania Mondal (II sem,JORA)**

কিছুক্ষণের আড্ডা সঙ্গে

# রূপণ মল্লিক (স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচিত্র নির্মাতা)

সাক্ষাৎকার . .

১. বর্তমানে কি নিয়ে কোথায় পড়াশোনা করছেন?
● " ফিল্মফিল্ম মেকিং নিয়ে অনলাইনে পড়ছি বা বলা ভালো প্র্যাকটিস চলছে এখন "।

২. প্রথম থেকেই কি গল্প লেখার দিকে ঝোঁক ছিল?
● " নট রিয়েলি, গল্প পড়ার দিকে বেশি ঝোঁক ছিল "।

৩. প্রিয় অভিনেতা এবং অভিনেত্রী কে?
● " অনেকেই প্রিয় আছেন। সময়ের সাথে নামগুলো পরিবর্তন হতে থাকে। বর্তমানে এলা সোফিয়া আরব এবং যশ হট সন ফর 'ব্রিজ টু টেরাবিথিয়া' " ।

৪. বর্তমানে প্রিয় ডিরেক্টর কে? এই গল্প লেখার বা শর্টফিল্ম তৈরীর ইনস্পিরেশন কার থেকে পেতেন?
● " বাংলায় মৈনাক ভৌমিকের কাজগুলো বেশ ভালো লাগছে, এবং অবশ্যই সৃজিৎ মুখার্জী।শর্ট ফিল্ম তৈরি ইন্সপিরেশন আমার অভিনয় করা প্রথম ছবির ডিরেক্টর প্রতম ব্যানার্জিকে দেখে " ।

৫. আপনার অভিনয় করা প্রথম ছবিটির নাম?
● " [illegible] " ।

৬. প্রথম প্রজেক্ট কিভাবে শুরু হয়?

● " উচ্চমাধ্যমিকের পর বাবা একটা ডিএসএলআর কিনে দিয়েছিল, সেটা পেয়েই প্রথম ইমম্যাচিউর প্রজেক্ট ' [illegible] ' বানিয়েছিলাম কয়েকজন বন্ধু মিলে, ফরচুনেটলি বেশকিছু ফেস্টিভ্যালে পুরস্কৃত করা হয় ছবিটি, তারপর থেকেই আস্তে আস্তে এগিয়ে চলা " ।

৭. কত বছর হল কাজ শুরু করেছেন? প্রথম থেকেই বাড়ির লোকের সহযোগিতা কতটা পেয়েছিলেন?

● " বাড়ির সহযোগিতা ছোট থেকেই ছিল, বড় হওয়ার সাথে সাথে বিষয়টা সিরিয়াস হয়ে ওঠে সবার কাছে " ।

৮. কাজ শুরু করার প্রথম দিকে কি রকম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল?

● " কাজ শুরু করবার প্রথমদিকে অসুবিধা তেমন একটা ছিল না। সেই সময় পুরো বিষয়টাই লার্নিং এর মধ্যে ছিল, বরং বর্তমানে মার্কেটিং যুক্ত হওয়ায় বেশি সমস্যার সম্মুখীন করতে হয় " ।

৯. ডিরেক্টর হওয়াটাই কি উদ্দেশ্য ছিল নাকি অভিনয়ের দিকেও ঝোঁক ছিল?

● " একদমই নয়। শুরুটা অভিনয় দিয়েই হয়, প্রথমেই তা বললাম। ডিরেক্টর হওয়ার প্রতি আগ্রহ একদমই ছিলনা " ।

১০. তাহলে, হঠাৎ ডিরেক্টর হওয়া কিভাবে হলো?

● " প্রথম অভিনীত শর্টফিল্মে ডিরেক্টর কে দেখে, ডিরেক্টরের গল্প বলার ডেডিকেশন দেখে ইচ্ছে হয় ছবি বানানোর " ।

১১. এখনতো মোটামুটি অনেকগুলো প্রজেক্টে কাজ করেছেন – তা কি মনে হয়, একটা গল্প সুন্দরভাবে পর্দায় ফুটিয়ে তুলতে কি কি প্রয়োজন?

● " গল্পটা সুন্দর ভাবে তুলে ধরতে টেকনিক্যাল অনেক কিছু প্রয়োজন। তবে আই থিঙ্ক সব থেকে বেশি প্রয়োজন, ডিরেক্টরের গল্প বলার ইচ্ছে টা " ।

১২. '[illegible]' তে আপনার চমৎকার অভিনয় ফুটে উঠেছে। '[illegible]' তে যে ডুয়েল পার্সোনালিটি ফুটিয়ে তুলেছেন তার উৎস কি? মানে হঠাৎ এই ভাবনা কি থেকে?

● " ' [illegible] ' নিজের ডিরেকশনের প্রথম অনস্ক্রিন কাজ।টম এন্ড জেরি তে হোয়াইট পার্সোনালিটি এন্ড ডার্ক পার্সোনালিটি দেখে এই বিষয়টা প্রথম মাথায় আসে , তারপরই এই রিয়েলিটি বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল এড করতে করতে ছবিটি তৈরি হয় "।

১৩. পরবর্তী শর্ট ফিল্ম কিসের ওপর লিখবেন বলে ভাবছেন তা নিয়ে যদি কিছু বলেন।।

● " ফ্যান্টাসি জেনার টা বেশ এট্রাক্ট করে, ফ্যান্টাসি রিলেটেড কিছু প্রজেক্ট হয়তো করব "।

১৪. আপনার সব শর্টফিল্ম গুলোর মধ্যে সবচেয়ে সমালোচিত হয়েছে কোনটি এবং ফিডব্যাক কোনটায় বেশি পেয়েছেন এখনো পর্যন্ত?

● " '[illegible]' এবং '[illegible]' এই দুটি শর্ট ফিল্ম সবথেকে বেশি আলোচিত এবং সমালোচিত হয়েছে এখনো পর্যন্ত " ।

১৫. শেষ প্রশ্ন, আপনার এই কর্ম জীবনে এখনো পর্যন্ত নিজের সেরা প্রাপ্তি মানে এচিভমেন্ট কি?

● " ' নন্দন ' এ খুব সম্ভবত '[illegible]' ফিল্মের স্ক্রিনিং এ একজন বয়স্ক ভদ্রলোক হাত টেনে বলেছিলেন, ' ভীষণ আবস্ট্রাক্ট একটা ছবি বানিয়েছ, ভালো লাগলো ' – এই রকম নন্দন ঘটনা আপাতত আচিভমেন্ট " ।

**An interview by Aushmita Dey (II sem,JORA)**

# কিছুটা সময় সঙ্গে নীল ভট্টাচার্য (অভিনেতা)

## সাক্ষাৎকার . .

১) অভিনয়কে আপনি শুধুই কি আপনার পেশা হিসেবে দেখেন নাকি এটা আপনার নেশা?
• এটা আমার নেশা ছিল তাই এটা এখন আমার পেশা।

২) অভিনয় জগতে আসার পথটা কেমন ছিল?
• পথটা ভালই ছিল।কারণ সবসময়ই আমি দর্শকদের ভালোবাসাও পেয়েছি এবং তাদের পাসেও পেয়েছি।ছোটো থেকেই মানে স্কুল থেকেই আমি থিয়েটার করি,শুধু স্কুল না আমি কলেজ এমনকি যখন এম এ পড়ি আমি তখনও থিয়েটার করেছি। আর তারপর সিরিয়াল এর হাত ধরে শুরু করলাম।তখন থেকে এখনও ভালই কাটছে।

৩) প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা কেমন ছিল?
• একটা চাপা উত্তেজনা তো ছিলই তার সাথে একটু ভয়ও কাজ করছিল যে,কাজটা ঠিক মত করতে পারবো কী না!

৪) আপনার অনুপ্রেরণা কে?
• অভিনয়ে অনুপ্রেরণা বলতে শাহরুখ খান।ওনার দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে জায়েঙ্গে দেখেছিলাম।সেখান থেকেই এই অভিনয় জগতে আসার ইচ্ছে।

৫) আপনার এই অভিনয়ের জগতে আসার ক্ষেত্রে পরিবার থেকে কতটা সহযোগিতা পেয়েছিলেন?
• সহযোগিতা বলতে আমার বাড়ি থেকে সবসময় বলা হতো যে আমি যেনো পড়াশোনা ভালো মত করি। আর পড়াশোনা যেহেতু মোটামুটি মন দিয়েই করতাম তাই বাড়ি থেকে কেউ কিছু বলতো না।

৬) অভিনয়ের ক্ষেত্রে এমন কি চরিত্র আছে যে চরিত্রে আপনি অভিনয় করতে চান কিন্তু এখনও কোনো সুযোগ হয়ে ওঠেনি?
• এমন অনেক চরিত্রই আছে যেগুলোতে অভিনয় করতে চাই,তেমন করে বলতে গেলে শাহরুখ খান এর দিল ওয়ালে দুলহানিয়া লে জায়েঙ্গে এর মত রোমান্টিক মুভিতে অভিনয় করতে চাই।কিন্তু সব চরিত্রের নিজস্ব প্রয়োজনীয়তা আছে।

৭) অভিনয় ছাড়া আর কী কী করতে আপনি ভালোবাসেন?
• বাড়িতে মা বাবা আর বন্ধুদের সাথে সময় কাটাতে ভলোবাসি,ঘুরতে ভালোবাসি আর তাছাড়াও গান শুনতে খুব ভালোবাসি।

৮) কাজের এত ব্যস্ততার মধ্যে পরিবারের জন্য কতটুকু সময় পান?সময় দিতে না পারলে খারাপ লাগে না?
• খুবই কম সময় দিতে পারি। হ্যাঁ নিশ্চই খারাপ লাগে।পরিবার তো সবার আগে কিন্তু কি করা যাবে আমাদের কাজের জন্য আমাদের সময় হয়ে ওঠেনা।কিন্তু সময় তো বেরিয়ে যায় যেমন এখন তো সবাই সময় দিতে পারছে।

৯) সিরিয়াল নাকি শর্ট ফিল্ম?
• অভিনয়টা আমার কাছে এই সব কিছুর আগে।ভালো চরিত্রে কাজ করতে পারলে স্বাচ্ছন্দ অনুভব করতে পারি।

১০) ছোটো পর্দায় তো বেশ কিছু কাজ করেছেন,এবার বড়ো পর্দায় আপনাকে কবে দেখা যাবে?
• ভালো চরিত্রে কাজ করার সুযোগ আসলে ও অবশ্যই করবো।

১১) অভিনয় এর জগতে যারা নতুন আসতে চলেছে তাদের আপনি কি বলতে চাইবেন?
• আমি নিজেই এখনও যেহেতু জীবন নতুন।তাই কাউকে পরামর্শ দেওয়া হয়নি হয়তো মানায়ও না।কিন্তু তাও পরিশ্রম সবার আগে এবং নিজের প্রতি অটুট বিশ্বাস থাকা জরুরি।

**An interview by Bristy Dutta (II sem,JORA)**

# PHOTOS OF INTERVIEW

Group interview with Sri Madan Mitra (Politician)

Interview with Rajatava Dutta ( Actor)

Interview with Bratya Basu (Actor and Politician

Interview with Laxmi Ratan Shukla (Indian Cricketer & Politician)

Interview with Shankar Chakraborty (actor)

Interview with Jeet Das (Dancer)

Interview with Narayan Debnath (Artist)

Interview with Priyam Ghosh (Youtuber)

Interview with Arnab Nandi (Bengal Cricketer)

Interview with
Ashok Mukhopadhyay (Theatre Artist)

Interview with Rimjhim Mitra (Actress)

Interview with Trina Saha, (Actress)

Interview with Rudranil Ghosh (Actor)

Interview with Tithi Basu (Actress)

Interview with Bobby chakraborty (Actor)

Interview with Durnibar saha (singer)

Interview with
Bhaswar Chatterjee (Actor)

Interview with Samrat Paul
(Aerobic Gymnastic)

Interview with Tirtho Biswas
(singer)

Interview with Tanmay
Bhattacharya
MLA , Dumdum .

Interview with Neel
Bhattacharya (actor)

Interview with Sukhdip Saha ( actor)

Interview with Vivaan Ghosh (Actor)

Interview with Mahtab Hossain (Footballer)

Interview with Amit Biswas (Short Film Director)

Interview with Mishka Halim (Actress)

Interview with Sreela Majumdar (Actress)

Interview with Satabdi Nag (Actress)

Interview with Sourav Chakraborty (Actor)

Interview with Biswajit Chakraborty (Actor)

Interview with Kriti Bhovtika (Masterchef)

# STAY SAFE!

THANK YOU

Refference : www.wikipidia.com
www.vectorstoke.com
www.bbc.com

Edited by
Abhijit Acharya (SACT II)
Department of journalisn & Mass Communication